সমকাল

তারিখ ... 17 ... 2013
পৃষ্ঠা ৪ ... ৩

সৃজনশীল পদ্ধতির সুফল পেতে হলে...

উম্মে কুলসুম বেবী

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা ও সৃজনশীল প্রশ্নের প্রভাব বর্তমান সরকারের শিক্ষানীতি জাতির জন্য একটি মাইলফলক। স্বাধীনতার ৪০ বছর পরে হলেও আমরা ভিন্ন এক শিক্ষানীতি পেলাম। তবে তা একেবারে ত্রুটিহীন, এটা বলা যাবে না। কালের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করবে বলেই আমার বিশ্বাস। এ জন্য সরকারকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাই। এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। সেই সনাতনী পদ্ধতিতে এখন আর পাঠদান হয় না। ২০০৮ সাল থেকে শুরু হয় সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান কার্যক্রম। যার প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের মেধাকে সৃজনশীলতার মাধ্যমে জাগিয়ে তোলা। মূল বইয়ের গল্পের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে একটি ছায়া গল্প তৈরি করা। সেই গল্প অবলম্বনে চারটি স্তরের প্রশ্ন থাকে যেমন- জ্ঞানমূলক, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা। একজন শিক্ষিকা হিসেবে এখানে আমার ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে চাই। আমাদের দেশে অনেক উচ্চশিক্ষিত, যোগ্য, দক্ষ শিক্ষক রয়েছেন। প্রতি বছর জেএসসি ও এসএসসির ফল বের হয় এবং পাসের হারও ভালো থাকে। তবু আমার ভেতরে এক ধরনের হতাশা কাজ করে। আমাদের দেশে সাড়ে ২৭ হাজার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলছে, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কতজন শিক্ষক আছেন, যারা সৃজনশীল প্রশ্ন করতে পারেন, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অনেকটা কৌতূহল নিয়েই ছোট একটি জরিপ করলাম শিক্ষার্থীদের মধ্যে। শিক্ষার্থীরা সরকারের কাছ থেকে ফ্রি বই পেয়েও চড়া দাম দিয়ে নোট বই, গাইডবই কিনছে। কোচিং ছাড়া পড়াশোনা চিন্তাই করতে পারে না। অথচ গ্রামের বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর পরিবারই আর্থিকভাবে অসচ্ছল। যার জন্য সরকার বছরের পর বছর ধরে উপবৃত্তি দিয়ে যাচ্ছে। জরিপ করতে গিয়ে মূল বিষয়টি অনেকটাই উদ্ঘাটিত হলো। আমি শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করেছিলাম, তোমাদের সরকার ফ্রি বই দিচ্ছে। তা হলে এত চড়া দাম

দিয়ে বই কিনছ কেন? ওদের সাদামাটা উত্তর ছিল- 'সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য'। আমি আঁতকে উঠলাম। আবার প্রশ্ন করলাম, সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য- এর মানে কী। সেই সাদামাটা উত্তর- 'ক্লাসে ঠিকমতো বুঝি না, তাই গাইডবই কিনি।' ক্লাসে তোমাদের শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্ন বুঝিয়ে দেন না? আবার ওরা চুপ করে থাকল। এতটুকু সৌজন্য তো ওদের শিক্ষকদের বেলায় দেখাতে পারেই। আসলে এখানেই চুপ হয়ে থাকল ওদের মেধা ও সৃজনশীলতা। দেখলাম গাছের মূলেই সমস্যা। আর দুর্বল মূল থেকে শক্ত গাছ বা সুস্বাদু ফল ভোগ করার আশা করাটাও উচিত নয়। এই নতুন ধারার শিক্ষাব্যবস্থার মূল হচ্ছেন শিক্ষক আর ছাত্রছাত্রী হচ্ছে তাদেরই লালিত ফল। আমাদের শিক্ষকদের মাঝেই রয়েছে সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে দুর্বলতা। কারণ সৃজনশীল পদ্ধতি একটি নতুন ধারণা। শুরুতেই শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা হয়নি। যেখানে শিক্ষকদের নিজেদেরই পদ্ধতিটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই, সেখানে তারা শিক্ষার্থীদের কীভাবে পড়াবেন। যতটুকু প্রশিক্ষণ হচ্ছে তা যথেষ্ট নয়। পর্যায়ক্রমিকভাবে অব্যাহত রাখতে হবে। যখন শিক্ষকের কাছে বোধগম্য হবে বিষয়টি তখন সৃজনশীল পদ্ধতিটি সফলতার মুখ দেখবে। আমাদের দেশের শিক্ষকরা অবশ্যই যোগ্যতাসম্পন্ন। তবে তাদের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে আরও দক্ষ ও যোগ্য করে গড়তে হবে। সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে যদি আমরা আমাদের অর্জিত জ্ঞানটুকু বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারি। সৃজনশীল পদ্ধতিকে সার্থক করে তুলতে হলে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীরাও আর বোটবই, গাইডবই বা কোচিংয়ের পেছনে ছুটবে না। তারা নিজেরাই জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে অনুধাবন করে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগও করতে পারবে। তাদের সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে সমাজে অবদান রাখবে।

○ উম্মে কুলসুম বেবী : শিক্ষিকা
kulsumict@gmail.com